তারিখ ... 07 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

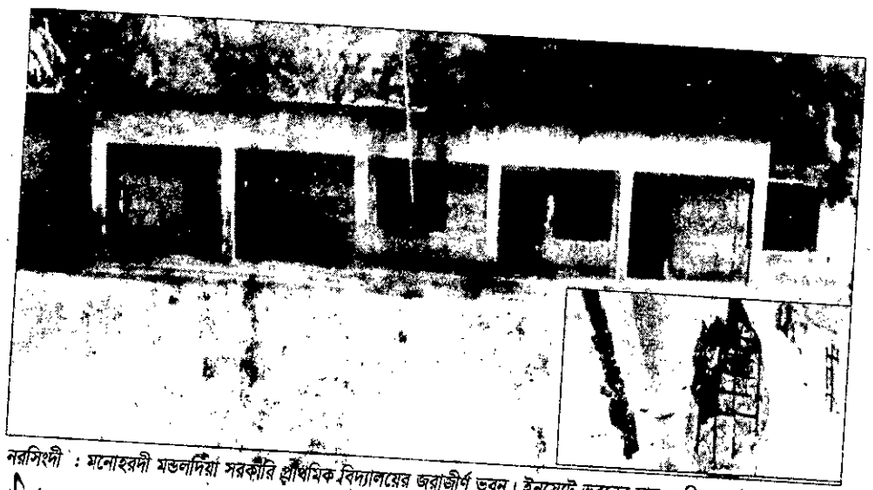

নরসিংদী : মনোহরদী মন্ডলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন। ইনসেটে ভবনের ছাদ ও ভিমে ফাটল -সংবাদ

মনোহরদী মণ্ডলদিয়া সর. প্রা. বিদ্যালয়

২২ বছরেই জরাজীর্ণ ভবন! আতঙ্কে মাঠে পাঠদান

প্রতিনিধি, নরসিংদী

নির্মাণের মাত্র ২২ বছরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে মনোহরদীর মণ্ডলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি। ভবনটির ছাদ ও বিমে ফাটল দেখা দিয়েছে। এই ফাটল চুইয়ে ক্লাস রুমগুলোতে পানি পড়ছে। দেয়ালের পলেস্তরা খসে পড়ছে। যার ফলে বিদ্যালয়টি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। স্কুলের দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ের মাঠে বসিয়ে পাঠ দিতে হচ্ছে। নির্মাণ কাজে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে স্কুল ভবনটিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মনোহরদী উপজেলার একদুয়ারিয়া ইউনিয়নের ১১৪ নং মন্ডলদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন স্কুল ভবনটি ছিল একটি টিন ও তরজা নির্মিত। ১৯৯৪ সালে শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের জনৈক ঠিকাদার এই ভবনটি নির্মাণ করে। নির্মাণের সময় নিম্নমানের ইট, খোয়া, ব্যবহার করা হয়েছে। ছাদে ও পিলারে রিসাইক্লিং মেটেরিয়াল নির্মিত নিম্নমানের লোহা ব্যবহার করা হয়েছে। ঢালাই'র মিশ্রণ কাজে নিম্ন মানের সিমেন্ট, বালু, খোয়া ব্যবহারের কারণে ভবনটির ছাদ মাত্র ২২ বছরের মাথায় বাতিল হয়ে গেছে। এলাকাবাসী জানিয়েছে, স্কুলের দেয়ালের ব্যবহৃত ইটগুলোও অত্যন্ত নিম্নমানের। দেয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়ার স্থানগুলোতে ইটগুলোও ঝুরে ঝুরে পড়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, কোন ক্লাস রুমই ভাল নেই। ছাদ থেকে পলেসতরা ও ইটেরগুড়া ছাত্র ছাত্রীদের মাথায় পড়ে। এই অবস্থায় যে কোন সময়ই ছাদটি ধসে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ায় বিদ্যালয়ের ভিতরে বসে আর ছাত্র ছাত্রীদের পাঠদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জানানোর পর। তিনি তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করেছেন। কিন্তু বিষয়টি কেউই আমলে নিচ্ছে না। সামনে ঝড় তুফান ও বৃষ্টি বাদলের দিন। অতিসত্বর বিদ্যালয়টি মেরামত বা পুরনো ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ না করলে এই বর্ষা মৌসুমে স্কুলটি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর থাকবে না। এ ব্যাপারে নরসিংদীর একজন বাস্তুশাস্ত্রিক'র সাথে কথা বলে জানা গেছে, এক নাম্বার ইট, সিমেন্ট, বালু, খোয়া ও লোহা ব্যবহার করলে একটি ভবনের আয়ুষ্কাল হবে কমবেশী ৮০ বছর। ২২ বছরে একটি ভবন বাতিল বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যাবার অর্থই হলো সীমাহীন দুর্নীতি। অর্থাৎ ভবন নির্মাণের কাজে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি হয়েছে। প্রপোরশন অনুযায়ী কোন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়নি।

> ভবনটির ছাদ ও বিমে ফাটল। চুইয়ে পড়ে পানি। খসে পড়ছে পলেস্তরা